POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَّذِیۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ مِنۡ بَعۡدِ مَاۤ اَصَابَہُمُ الۡقَرۡحُ ؕۛ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا مِنۡہُمۡ وَ اتَّقَوۡا اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ○ (آل عمران:173)

যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত লাগিবার পরও - তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

(আলে ইমরান:১৭৩)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّ اَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 8
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 20 ফেব্রুয়ারী, 2020 25 জামাদিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদার এই কৃপাকে কাজে লাগিয়ে দোয়া না করে, যা সে তাঁর রহমানিয়্যাত বা বদান্যতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, ততক্ষণ সেই দোয়া কোনও শুভ পরিণাম বয়ে আনতে পারে না। যে শক্তিসমূহ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পরম কৃপাবশ হয়ে দান করেছেন, সেগুলিকে যদি অকেজো করে রাখি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর নেয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষ যাচনা করে, আল্লাহ্ তা'লা দান করেন

মানুষ যাচনা করে, আল্লাহ্ তা'লা দান করেন। যে ব্যক্তি এই সত্যকে অস্বীকার করে, সে নিজেই মিথ্যুক। শিশুর যে উপমা আমি দিয়েছি, তা দোয়ার দর্শনকে খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। রহমানিয়্যাত এবং রহিমিয়্যাত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নয়। কাজেই যে ব্যক্তি একটি ত্যাগ করে অপরটি অর্জন করতে চায়, কোনওটিই তার অর্জন হবে না। দয়ার দাবি হল আমাদের মাঝে খোদার অনুকম্পা থেকে থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার শক্তি জোগানো। যে ব্যক্তি এমনটি করে না, সে ঐশী কৃপার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। 'ইইয়াকানাবুদু-র অর্থ হল যা কিছু বাহ্যিক উপায় ও উপকরণ তুমি আমাদেরকে দান করেছ, সেগুলি উপলব্ধি করে আমরা তোমারই ইবাদত করি। ভেবে দেখ, আমাদের জিহ্বা যদি পেশি ও স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত না হত, তবে আমরা কথা বলতে পারতাম না। দোয়া করার জন্য আমাদেরকে এমন ভাষা শেখানো হয়েছে যার দ্বারা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে পারি। আমরা যদি কখনও জিহ্বাকে দোয়ার কাজে না লাগাই, তবে তা আমাদের দুর্ভাগ্য। অনেক ব্যাধি রয়েছে যেগুলি দ্বারা জিহ্বা আক্রান্ত হলে তা সহসায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, এমনকি মানুষ বাক্‌শক্তিহীন হয়ে যায়। কাজেই আমাদেরকে জিহ্বা দান করা ঐশী করুণার এক অপরূপ নিদর্শন। অনুরূপভাবে, যদি আমাদের কানের গঠনে পরিবর্তন এসে যায়, তবে আমরা কিছুই শুনতে পাব না। একই দশা হৃৎপিন্ডের। মানুষের মধ্যে ভীতি ও বিনয়ের অবস্থা, এবং চিন্তা ও বিবেচনা করার যে শক্তি রয়েছে তা সবই বিকল হয়ে যায়, যদি ব্যধির আক্রমণ ঘটে। মানসিক বিকারগ্রস্তদের দেখ, তাদের শক্তিবৃত্তি কিভাবে অকেজো পড়ে। অতএব, খোদা-প্রদত্ত এইসব আশীর্বাদসমূহকে মূল্য দেওয়া কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? যে শক্তিসমূহ আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে পরম কৃপাবশ হয়ে দান করেছেন, সেগুলিকে যদি অকেজো করে রাখি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা তাঁর নেয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ। অতএব, স্মরণ রাখ! যদি নিজেদের শক্তি-বৃত্তিকে অকেজো করে রেখে দোয়া করি, তবে সেই দোয়া কোনও উপকারে আসবে না। কেননা, ইতিপূর্বে তিনি আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, সেগুলি দ্বারাই উপকৃত হলাম না, তখন আরও অন্যান্য বিষয় থেকে আমরা উপকৃত হব- এমন প্রত্যাশা আমাদের থেকে করা যায় না।

সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি যাচনা করার নির্দেশ

অতএব, **'ইইয়াকা নাবুদু'** ঘোষণা দিচ্ছে যে হে, রাব্বুল আলামীন! তোমার পূর্বের দানসমূহকেও আমরা নষ্ট করি নি, সেগুলির অপচয় করি নি। اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ আয়াতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষ যেন খোদা তা'লার নিকট সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টি যাচনা করে। কেননা যদি তাঁর কৃপা ও দয়া আমাদেরকে সাহায্য না করে, তবে আমরা হীন মানব এমন অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে আছি যে সেই দোয়া করার শক্তিও খুঁজে পাব না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদার এই কৃপাকে কাজে লাগিয়ে দোয়া না করে, যা সে তাঁর রহমানিয়্যাত বা বদান্যতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, ততক্ষণ সেই দোয়া কোনও শুভ পরিণাম বয়ে আনতে পারে না।

কিছুকাল পূর্বে ইংরেজ আইনেও আমি দেখেছিলাম, কৃষি-ঋণের নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য কিছু পরিমাণ সম্পত্তির নথিপত্র সরবরাহ করতে হত। অনুরূপভাবে, মানুষকে প্রকৃতির নিয়মের দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত- পূর্বেই যা কিছু আমরা পেয়েছি, সেগুলির কি সদ্ব্যবহার করেছি? যদি, যুক্তি ও সুস্থ-বিবেক, চোখ ও কান প্রাপ্ত হয়ে বিপথগামী না হয়ে থাকি, নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার দিকে পরিচালিত না হই, তবে দোয়া কর আরও কল্যাণরাজি প্রাপ্ত হবে। অন্যথায় বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ অপেক্ষা করছে।

প্রজ্ঞার অর্থ

অনেক সময় আমাদের বন্ধুরা খৃষ্টানদের সঙ্গে আলাপ করে। তারা লক্ষ্য করে দেখবে যে, এই ছন্নছাড়া লোকগুলির ধর্মে এমন কোন সারবত্তা অবশিষ্ট নেই যা পরম প্রজ্ঞাময় খোদার প্রতি আরোপিত হতে পারে। প্রজ্ঞার অর্থ কি? যেরূপ এই আরবী প্রবাদটি প্রচলিত আছে- وَضۡعُ الشَّیۡءِ فِیۡ مَحَلِّہٖ (অর্থাৎ কোনও বস্তুকে তার যথাস্থানে রেখে দেওয়া) । যাইহোক, খৃষ্টান ধর্মমতে তুমি দেখবে এর কোনও কর্ম বা নির্দেশই নিজের সঠিক পরিভাষায় উত্তীর্ণ হয় না। আমরা যদি اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ -এর উপর গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণ করি, তবে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, আমাদের দোয়া করতে শেখানো হয়েছে, যাতে আমরা সঠিকপথে পরিচালিত হই। কিন্তু اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ আয়াত প্রথমে বর্ণিত হয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে যে, এর থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। অর্থাৎ সত্য-পথের গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার পূর্বে মানুষকে নিজের শক্তিবৃত্তিকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে।

নৈতিকতা বলতে কি বোঝায়?

এখন ভেবে দেখা উচিত যে, কি কি বিষয় যাচনা করা উচিত। প্রথমত: নৈতিকতা যা কোনও ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। নৈতিকতা

এরপর ১১ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহর তরবিয়্যতি দায়িত্বাবলী

বুশরা পাশা সাহেবা
সদর লাজনা ইমাইল্লাহ ভারত

অনুবাদক: মির্যা ইনামুল কবীর,
মুয়াল্লিম সিলসিলা

(২য় পর্ব)

হুজুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "পিতা-মাতা শুধুমাত্র এ কথা মনে করবেন না যে, বাচ্চাদের প্রতি বাইরের পরিবেশের প্রভাবের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। বরং পিতা-মাতার বাহ্যিক আচরণ এবং একে-অপরের সঙ্গে ব্যবহারের প্রভাবও সন্তানদের উপর হয়ে থাকে। তারা তাদের বাহ্যিক অবস্থা এবং চরিত্রকেও দেখে থাকে। অনুরূপভাবে অজান্তে মা-বাপের অন্যান্য মন্দ কর্ম ও চিন্তা-ভাবনার প্রভাবও বাচ্চাদের উপর পড়ে থাকে। আর তারা এর থেকেও প্রভাবিত হয়। এ জন্য মা-বাপকে নিজেদের সংশোধন করার এবং নিজেদের মন্দ-কর্মের প্রভাব হতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত এবং দোয়াও করা উচিত।"

(জলসা সালানা ইউ. কে. ২০১৮)

আবার বাচ্চাদের তরবিয়্যতের জন্য প্রয়োজন যে, যেখানে পার্থিব শিক্ষা অর্জন করার জন্য পিতা-মাতার চিন্তা থেকে থাকে, সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার্জনের চিন্তাও থাকা উচিত। হুজুর আমাদের নিজ দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

"অনেক পিতা-মাতা এমন আছেন, যাদের সন্তানদের ধর্মীয় তরবিয়্যতের ব্যাপারে কোন চিন্তাই নেই অথবা তাদের এতটুকু মনেও হয় না যে, এটাও একটা বড় দায়িত্ব যা তাদের পালন করতে হবে। যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে বাচ্চারা পার্থিবতার ঢেউয়ে বয়ে গিয়ে ধর্ম হতে দূরে সরে যাবে। ....এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের পার্থিব শিক্ষাও অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাতে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানো উচিত।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্থানাধিকারীদের নামে যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় সে সম্পর্কে হুজুর বলেন যে, :-

"এটা এই জন্য যে, মেয়েরাও যেন পার্থিব শিক্ষা অর্জন করার ব্যাপারে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়। কিন্তু এটা আমাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন বলেছেন যে, আমাকে আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, " তোমার মান্যকারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছবে।" এবং এর মধ্যে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় শিক্ষা সংযুক্ত আছে। যদি আমরা ধর্মকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র পৃথিবীর অনুগমন করি তাহলে ধর্মও হাতছাড়া হবে আর পৃথিবীও।"

হুজুর মায়েদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,- "যত চিন্তা পার্থিব শিক্ষার্জনের জন্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে অনুরূপ চিন্তা সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষায় উন্নতির জন্য প্রকাশ করা উচিত এবং তার জন্য প্রচেষ্টা ও করা উচিত।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা ইউ. কে. ২০১৮)

তরবিয়্যতের উত্তম মাধ্যম হল হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক অধ্যায়ন করা। এটা ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সৎসঙ্গের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তার পুস্তকাবলী কোরান করীমের ব্যাখ্যা। হজরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত পুস্তকাবলী এমন একজন ব্যক্তি রচনা করেছেন যার প্রতি ফেরেস্তা অবতীর্ণ হত, সেগুলিকে অধ্যয়ন করলেও ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়। আমাদের হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি বেশি বেশি করে অধ্যায়ন করা উচিত। কেননা, এগুলি এমন আধ্যাত্মিক সম্পদ যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রত্যেক ধরনের অশান্তি ও সন্দেহ হতে সুরক্ষিত থাকার মাধ্যম।

হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন যে,

"আমি তো একটা শব্দও লিখতে পারব না যদি খোদাতা'লার শক্তি আমার সঙ্গে না থাকে। বার বার লিখতে লিখতে দেখেছি যে, এক খোদার সত্ত্বা ভেসে বেড়াচ্ছে। কলম ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভিতরের উত্তেজনা ক্লান্ত হয় না। আমার সত্ত্বা অনুভব করে যে, এক একটা শব্দ খোদাতা'লার পক্ষ থেকে আসে।" *(মালফুজাত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৮৩, এডিশন ২০০৩)*

হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ পুস্তকের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন :-"যে ব্যক্তি আমাদের পুস্তক সমূহকে তিন বার পড়ে না তার মধ্যে এক প্রকারের অহংকার বিদ্যমান।"

(সীরাতুল মাহ্‌দী ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ)

তিনি আরও এক স্থানে বলেন, :-

"সেই জন যে জন খোদার প্রত্যাদিষ্টের কথা সমূহকে গভীরতার সঙ্গে শোনে না এবং তাঁর লেখনীকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে না সেও অহংকার হতে একটা অহংকার নিয়েছে, সুতরাং চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন ফোটাও তোমাদের মাঝে না থাকে, যেন তোমরা ধ্বংস না হও এবং যেন তোমরা স্ব-পরিবারে মুক্তিপ্রাপ্ত হও।"

(নুজুলুল মসীহ, রুহানী খাজায়েন ১৮ খণ্ড)

তিনি (আঃ) বলেন :-

"....জ্ঞান একপ্রকার শক্তি এবং জ্ঞান হতে সাহস জন্ম লাভ করে। যার জ্ঞান থাকে না সে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে।"

(মালফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৬১)

হজরত খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ) আমাদেরকে হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর বই পড়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

"বর্তমান হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তক সমূহকেও পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এবং তার থেকে ও লাভবান হওয়া উচিত। এগুলো কোরান করীমের একটা ব্যাখ্যা স্বরূপ, যা আমরা তাঁর পুস্তক হতে পাই। ....এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং ঐ পুস্তকাদী হতে আপনি দলিল প্রমাণ পেয়ে যান মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। এবং বর্তমানে এটাই পন্থা, তাঁর বৈঠক সমূহ হতে কল্যাণ লাভ করার, তাঁর সংস্পর্শ হতে লাভবান হওয়ার। আমি ইতি পূর্বেও বলে এসেছি যে তাঁর পুস্তকাবলী পড়ার প্রতি বেশি বেশি করে মনোযোগ দেওয়া উচিত, ফলে আমরা বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদের খণ্ডনও পেয়ে যাব এবং কোরান করীমের জ্ঞানগর্ভ হতে জ্ঞান ও অর্জন করতে পারব।" (আলফজল ইন্টারন্যাশনাল ২-৮ জুলাই ২০০৪)

হুজুর (আইঃ) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

"জামাতের মাঝে হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বই পড়ার স্পৃহা যুবকদের মাঝে ও নিজেদের পার্থিব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত। বরং যারা গবেষক, বহু ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ করে থাকে তারা যখন নিজেদের পার্থিব শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং কোরান করীমের জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। তখন নতুন নতুন পথ নির্ধারিত হবে। তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করার সুযোগ হবে। যা তাদের পার্থিববাদী প্রফেসর হয়ত শেখাতে পারত না । একই ভাবে ....বয়স্ক মানুষদেরও এটা ধারনা করা উচিত নয় যে, বয়স বেড়ে গেছে, এখন আর আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারব না। তাদেরও এদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।"

(খুতবা জুমা ১৮ই জুন ২০০৪)

আবার সৎ সঙ্গের উত্তম মাধ্যম হল যুগ খলিফার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ তৈরী করা। আমাদের নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের অন্তরে যুগ খলিফার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। খলিফার দরবার হতে জারিকৃত প্রত্যেকটি আদেশএবং উপদেশকে নিজের জন্য পথ প্রদর্শক বানাতে হবে। চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যুগ-খলিফার সঙ্গে নিজস্ব সম্বন্ধ তৈরী করতে হবে। এবং আমাদেরকে 'আল্লাহুম্মা আইয়েদ ইমামা' এই দোয়া অনেক বেশি বেশি করে পড়া উচিত। খিলাফতের কল্যাণ ও মর্যাদার স্মৃতিচারণ সন্তানদের সামনে করতে থাকা উচিত।

হুজুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : -

"আপনাদের খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ও ভালোবাসার বন্ধন সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হওয়া উচিত না বরং দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দরকার। এবং নিজ বংশধরদের মাঝে প্রবহমানকারী হওয়া উচিত। আর আপনাদের খোদাতা'লার সঙ্গে এই সম্পর্কের কারণে আপনার কোলে লালিত ভবিষ্যতের মা এবং আপনার কোলে লালিত ভবিষ্যতের বাপ সর্বদা জামাতে আহমদীয়া পেতেই থাকুক। যাদের কোলে এবং তরবিয়্যতে সেই সমস্ত সন্তান উদীয়মান হোক যারা জামাত ও খিলাফতে আহমদীয়ার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী হবে।" (জলসা সালানা ইউ. কে. ২০০৫)

আবার এম. টি. এ. -এর ন্যায় মহান কল্যাণ যা আল্লাহতা'লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন। এটা খেলাফতের সঙ্গে প্রেম বৃদ্ধি এবং সৎ-সঙ্গের উত্তম মাধ্যম। হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন :- "আর এম. টি. এ. হতেও লাভবান

এরপর শেষের পাতায়......

জুমআর খুতবা

যে ধর্ম খলীফাগণ উপস্থাপন করেন সেটি খোদা তা'লার নিরাপত্তায় থাকে

খিলাফত এমন একটি বিষয় যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও মানুষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে না। খলীফার আনুগত্য এই কারণে করা হয় যে তিনি ঐশী-ওহীর বাস্তাবায়ন ও সমগ্র ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু।

সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের জন্য যুগ-খলীফার আনুগত্য করা আবশ্যক।

'কোনও ব্যক্তি বয়আত না করেও সেই মর্যাদায় থাকতে পারে যে মর্যাদায় একজন বয়আতকারী থাকে'-বস্তুত এমন মন্তব্যকারী স্পষ্ট করে দেয় যে বয়আত ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

বয়আত ছাড়াও মানুষ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে'- এমন অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা বাস্তবতা এবং ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে ব্যক্তি এমন চিন্তাধারা পোষণ করে, সে বয়আতের অর্থ বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

যুগ খলীফার বয়আত, খিলাফতের মর্যাদা, খিলাফতের আনুগত্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক হযরত সাআদ বিন উবাদা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের সদস্য এবং জামাতের দীর্ঘদিনের সেবক মাননীয় সৈয়্যদ সারোয়ার শাহ সাহেব, এবং মাননীয়া শওকত গোহর সাহেবার মৃত্যু। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১৭ জানুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৭ সুলাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত কয়েক খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, আজ আমি এর শেষাংশ বর্ণনা করব। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আনসাররা নিজেদের মধ্য হতে যাকে খলীফা নির্বাচন করতে চাইতো তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহের (রা.)ও সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে, আনসারদের পক্ষ থেকে তাকে খলীফা নির্বাচন করার ওপর জোর দাবি ছিল আর তিনি জাতির নেতাও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তিনি তখন বরং এরও পূর্বে আনসারদের এ কথায় কিছুটা দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে, তার (খলীফা) হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন আর এর বরাতে খিলাফতের পদমর্যাদার গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন। কাজেই আমি এই বিবরণকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আর এটি সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বরাত টানার পূর্বে হাদীস এবং একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করব।

হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের সময় হযরত আবু বকর (রা.) মদিনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী (কোন) স্থানে ছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে তাঁর পবিত্র চেহারায় চুমু খান এবং বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত, আপনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত অবস্থায় কতই না পবিত্র। এরপর বলেন, কা্বার প্রভুর কসম! মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তড়িৎ গতিতে সাকীফা বনু সায়েদা অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা উভয়ে সেখানে পৌছনোর পর হযরত আবু বকর (রা.) আলোচনা আরম্ভ করেন। আনসারদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছুই তিনি বাদ দেন নি এবং মহানবী (সা.) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তার সবই বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জান, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, যদি মানুষ একটি উপত্যকায় হাঁটে আর আনসাররা অন্য উপত্যকায়,তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় হাঁটবো। এরপর হযরত সা'দ-কে সম্বোধন করে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সা'দ! তুমি জান যে, তুমি বসেছিলে যখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, খিলাফত লাভের অধিকার হবে কুরাইশদের। মানুষের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারা কুরাইশদের পুণ্যবান ব্যক্তিদের অধিনস্ত হবে আর যারা পাপাচারী তারা কুরাইশদের পাপাচারীদের অনুসারী হবে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমরা সাহায্যকারী আর আপনারা আমীর বা নির্দেশদাতা । এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর হাদীস।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯)

তাবকাতুল কুবরায় এ ঘটনার বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা'র কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, যেন তিনি এসে বয়আত করেন। কেননা, লোকজন বয়আত করে নিয়েছে আর তোমার স্বজাতিও বয়আত করেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বয়আত করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার তূণে রাখা সব তির লোকজনের প্রতি নিক্ষেপ না করব, অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুসারে তিনি (বয়আত করতে) অস্বীকার করেন, আর আমার জাতি এবং স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যারা আমার অনুসারী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করব। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই সংবাদ পান তখন বশীর বিন সা'দ বলেন,

হে মহানবী (সা.)-এর খলীফা! তিনি অস্বীকার করেছেন এবং হটকারিতা প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ অস্বীকারের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাকে যদি হত্যাও করা হয় তবুও তিনি আপনার কাছে বয়আত করবেন না। আর তাকে ততক্ষণ হত্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ তার সাথে তার সন্তানাদি এবং তার গোত্রকে হত্যা না করা হবে। আর এদেরকে আদৌ হত্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ খাযরাজ গোত্রকে হত্যা না করা হবে। আর খাযরাজকে ততক্ষণ হত্যা করা সম্ভব নয় যতক্ষণ অউস গোত্রকে হত্যা না করা হবে। অতএব আপনি তাদের প্রতি অগ্রসর হবেন না, কেননা এখন মানুষের জন্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আপনার ক্ষতি করতে পারবেন না। অর্থাৎ তার জাতির অধিকাংশ সদস্য বয়আত করে নিয়েছে, তিনি অস্বীকার করলেও এটি তেমন কোন বিষয় নয়, কেননা তিনি এমন এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তি যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত বশীর-এর পরামর্শ গ্রহণ করে হযরত সা'দ-কে ছেড়ে দেন।

এরপর যখন হযরত উমর (রা.) খলীফা হন তখন একদিন মদিনার রাস্তায় সা'দ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, হে সা'দ! কিছু বল। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে উমর (রা.)! আপনিই বলুন অর্থাৎ তাদের মাঝে বাক্য বিনিময় হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি কি তেমনই আছ যেমনটি পূর্বে ছিলে? হযরত সা'দ বলেন, হ্যাঁ, আমি তেমনই আছি। আপনি খিলাফত লাভ করেছেন, ঠিক আছে, বহু মানুষ আপনার হাতে বয়আতও করেছে, কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত বয়আত করি নি। এরপর তিনি বলেন, খোদার কসম, আপনার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন– এ কথা হযরত সা'দ হযরত উমর (রা.)-কে বলেন। এরপর হযরত সা'দ বলেন, খোদার কসম, আমার দিবসের সূচনা এমন অবস্থায় হয়েছে যে, আমি আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে ঘৃণা করি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গ অপছন্দ করে সে যেন তার কাছ থেকে প্রস্থান করে। হযরত সা'দ বলেন, আমি এটি ভুলব না। অর্থাৎ আমি এটি অবশ্যই করব। আমি এমন প্রতিবেশীর সঙ্গ অবলম্বন করতে যাচ্ছি যে আপনার চেয়ে উত্তম, অর্থাৎ তার ধারণা এটি। এর কিছুকাল যেতেই হযরত সা'দ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সূচনাতেই সিরিয়ায় হিজরত করেন। এটি তাবকাতুল কুবরা-র উদ্বৃতি।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১২)

হযরত সা'দ সম্পর্কে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তাবরী-র ইতিহাসে লিখা আছে যে, وَاتَّبَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْبَيْعَةِ، وَبَايَعَ سَعْدٌ অর্থাৎ পুরো জাতি পালা করে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আর হযরত সা'দও বয়আত করেন। এটি তাবরী-র ইতিহাসের উদ্বৃতি।

(তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৬৬)

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বহু বিষয় স্পষ্ট হয় যে, খিলাফতের বয়আত করা কেন আবশ্যক, খিলাফতের মর্যাদা কী, আর হযরত সা'দ (রা.) যা কিছু করেছেন তার গুরুত্ব কী।

তিনি (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেন, " 'কৃতল' শব্দের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদও হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সাহাবীদের মাঝে যখন খিলাফত সম্পর্কে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন আনসারদের ধারণা ছিল খিলাফত আমাদের অধিকার। আমরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন খলীফা হলে আনসারদের মধ্য থেকেও অন্ততপক্ষে একজন খলীফা হওয়া উচিত। অর্থাৎ দু'জন (খলীফা) হবেন। বনু হাশেম মনে করে যে, খিলাফত আমাদের অধিকার। মহানবী (সা.) আমাদের বংশের ছিলেন। মুহাজিরগণ যদিও চাচ্ছিলেন যে, খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, কেননা আরবরা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো কথা মানার মতো ছিল না, কিন্তু তারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে উপস্থাপন করছিলেন না, বরং (খলীফা) নির্ধারণের বিষয়টিকে নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। মুসলমানরা যাকে নির্বাচিত করবে তাকেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে খলীফা গণ্য করা হবে। তারা যখন এই ধারণা ব্যক্ত করে তখন আনসার এবং বনু হাশেম– সবাই তাদের সাথে একমত হয়, কিন্তু একজন সাহাবী এই বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সেই আনসারী সাহাবী, যাকে আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি হয়ত এই বিষয়টিকে নিজের জন্য অসম্মানের কারণ মনে করেছেন বা এই বিষয়টি তিনি বুঝতেই পারেন নি– কারণ যা-ই হোক না কেন, তিনি বলে দেন যে, আমি আবু বকরের হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত নই। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর একটি উক্তি কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'উকতুলূ সা'দ' অর্থাৎ সা'দকে হত্যা কর। কিন্তু তিনি নিজেও তাকে হত্যা করেন নি আর অন্যরাও (হত্যা) করে নি। কোন কোন ভাষাবিদ লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.) শুধু এতটুকু বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা সা'দ-এর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর। কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে এটিও উল্লিখিত আছে যে, হযরত সা'দ (রা.) নিয়মিত মসজিদে আসতেন এবং পৃথকভাবে নামায আদায় করে চলে যেতেন, আর কোন সাহাবী তার সাথে কোন কথা বলতেন না। অতএব, 'কৃতল' শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা আর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেও বুঝায়।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৮১-৮২, প্রদত্ত ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) সংক্রান্ত ঘটনা আরো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আর আমি প্রথমে যে উদ্ধৃতি পাঠ করেছি, সেই খুতবার বরাতে তিনি বলেন যে, আমি ইতিপূর্বে এক খুতবায় একজন আনসারী সাহাবীর উল্লেখ করেছিলাম যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতিপয় আনসার সাহাবী দাবি করেছিলেন যেন আনসারদের মধ্য থেকে খলীফা বানানো হয়। কিন্তু মুহাজিররা, বিশেষভাবে হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবীদের যখন বলেন যে, এধরনের নির্বাচন ইসলাম ধর্মের জন্য কখনোই কল্যাণজনক হতে পারে না আর মুসলমানরা এই নির্বাচনে আনসারদের কাউকে নির্বাচিত করতে কখনো একমত হবে না, তখন আনসার ও মুহাজির উভয়ে এ বিষয়ে সহমত হয় এবং এতে একমত হয় যে, তারা কোন মুহাজিরের হাতে-ই বয়আত গ্রহণ করবে। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সত্তায় তারা সবাই একমত হয়। আনসারদের কারো ওপর সবার একমত হওয়া সম্ভব ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.)ও এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবং আরো কতিপয় সাহাবীও এটি স্পষ্ট করেছেন, কেননা এটি কল্যাণকর হবে না। যাহোক, সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহাজিরদের মধ্য থেকেই খলীফা হবেন। অতঃপর সবাই হযরত আবু বকর (রা.)-সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন বলেছিলাম, সেসময় হযরত সা'দ (রা.) যখন বয়আত গ্রহণ করা হতে পিছপা হয়েছিলেন বা কিছুটা দ্বিধা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলেছিলেন, 'উকতুলূ সা'দ' অর্থাৎ সা'দকে 'কৃতল'বা হত্যা কর। কিন্তু তিনি (রা.) নিজেও সা'দকে হত্যা করেন নি আর অন্য কোন সাহাবীও তাকে হত্যা করে নি, বরং তিনি অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যেমনটি পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হিজরত করেছিলেন এবং সিরিয়াতে ইহধাম ত্যাগ করেন। এর ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ইমামগণ এ যুক্তি দিয়েছেন যে, 'কৃতল' শব্দের অর্থ এখানে আক্ষরিক হত্যা নয় বরং এর অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আরবী ভাষায় 'কৃতল' শব্দের অনেক অর্থ হয়ে থাকে। উর্দূ ভাষায় যদিও 'কৃতল' শব্দের অর্থ বাহ্যিক বা আক্ষরিক হত্যাকেই বুঝায় কিন্তু আরবী ভাষায় যখন 'কৃতল' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন এটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেগুলোর একটি অর্থ হলো, সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর ভাষাবিদগণ এ থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) 'কৃতল' শব্দ দ্বারা আক্ষরিক হত্যা বুঝান নি বরং সম্পর্ক ছিন্ন করা বুঝিয়েছিলেন, অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তার সাথে সকল কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া হোক। নতুবা যদি 'কৃতল' শব্দ দ্বারা আক্ষরিক হত্যা করাই বুঝানো হতো তাহলে হযরত উমর (রা.), যিনি খুবই রাগি স্বভাবের ছিলেন, নিজে কেন তাকে হত্যা করেন নি অথবা সাহাবীদের মধ্য থেকে কেন কেউ তাকে হত্যা করলো না? অধিকন্তু হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন নি, কেবল তাই নয় বরং নিজ খিলাফতকালেও তাকে হত্যা করেন নি। আর কারো কারো মতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের পরও তিনি জীবিত ছিলেন এবং কোন সাহাবী তার ওপর হাত তুলেন নি। যাহোক, এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'কৃতল' শব্দ দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করাকেই বুঝানো হয়েছিল, বাহ্যিক বা আক্ষরিক হত্যা করা বুঝানো হয় নি। আর যদিও সেই সাহাবী অর্থাৎ হযরত সা'দ অন্য সাধারণ সাহাবীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু কোন সাহাবী তার ওপর হাত তুলেন নি।

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থীঃ Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অতএব, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে, স্বপ্নেও যদি কারো নিহত হওয়া দেখা হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কচ্ছেদ এবং একঘরে করাও হতে পারে। (হুযূর (রা.) এখানে নিজের এক খুতবার উল্লেখ করেন। যাহোক, এরপর তিনি বলেন, এক বন্ধু আমাকে বলেন যে, এক ব্যক্তি সেই খুতবার পর বলেন, সা'দ যদিও বয়আত করেন নি কিন্তু তিনি পরামর্শ-সভায় যোগ দিতেন। অর্থাৎ বয়আত না করা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে পরামর্শ করার জন্য ডাকতেন।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হযরত সা'দের বিষয়ে যে কথা বলেছে– এর দু'টো অর্থ হতে পারে। হয় সে আমার কৃত অর্থ প্রত্যাখ্যান করছে, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অভিধান থেকে 'কৃতল' শব্দের যে অর্থ তুলে ধরেছেন সেটি অগ্রাহ্য করছে। অর্থাৎ দু'টো অর্থ হতে পারে- হয় সে আমার কৃত অর্থ প্রত্যাখ্যান করছে অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটে নি অথবা এটি বলছে যে, খিলাফতের বয়আত না করা তেমন বড় কোন অপরাধ নয়। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি এই কথা সাব্যস্ত করতে চায় যে, যদি খিলাফতের বয়আত না করা হয় তাহলে এটি বড় কোন অপরাধ নয়, কেননা সা'দ বয়আত না করলেও পরামর্শ-সভায় যোগ দিতেন। তিনি (রা.) বলেন, কোন এক কবি বলেছেন,

تَا مَرْد سُخَن نَگُفْتَه بَاشَد   عَيْب وهُنَرَش نَهُفْتَه بَاشَد

অর্থাৎ মানুষের দোষ-গুণ তার কথা বলার আগে পর্যন্ত গোপন থাকে। মানুষ যখন কথা বলে বসে তখন বহুবার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। চুপ থাকলে দোষ গোপন থাকে। অনেক সময় বোকার মতো কথা বলার ফলে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এই ব্যাখ্যা করেছে যে, হযরত সা'দ পরামর্শসভায় অংশগ্রহণ করতেন, অথবা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খুতবার ব্যাখ্যা যে করেছিল, ঐ ব্যক্তির এই কথা বলার অর্থ এটিই হয় যে, হয় সে খলীফার বয়আত করার গুরুত্ব খাটো করে দেখাতে চায় অথবা নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু এই উভয় বিষয়ই ভুল। নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার কোন লাভ নেই। কেননা এ বিষয়টি এতটাই ভুল যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা শুনে না হেসে পারবে না। সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে তিনটি গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ এবং সাহাবীগণ সম্পর্কিত সকল ইতিহাস ঐ তিনটি গ্রন্থেই ঘুরপাক খেতে থাকে। আর সেগুলো হলো- 'তাহযিবুত্ তাহযিব', 'আসাবাহ' এবং 'উসদুল গাবাহ'। এই তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেকটিতেই এটি লিখা আছে যে, সা'দ অন্যান্য সাহাবী থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন অভিধান গ্রন্থেও 'কৃতল' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মূল কথা হলো, সাহাবীদের মাঝে ষাট-সত্তর জনের নাম সা'দ। তাদের মাঝে একজন হলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি আশারায়ে মুবাশ্শেরা-র (অর্থাৎ দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির) একজন ছিলেন আর হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে কমাণ্ডার ইন চীফ বা সেনাপতি ছিলেন আর প্রত্যেক পরামর্শসভায় যোগ দিতেন। মনে হয় সেই ব্যক্তি, যে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খুতবায় আপত্তি করেছিল, জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে সা'দ শব্দটি শুনে এটি বুঝতে পারে নি যে, এই সা'দ একজন আর ঐ সা'দ ভিন্ন ব্যক্তি, আর চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমার খুতবার সমালোচনা করে বসে। এখানে আমি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের কথা বলি নি, যিনি মুহাজির ছিলেন বরং আমি যার কথা বলেছি, তিনি আনসারী ছিলেন। তারা দু'জন ছাড়াও আরো অনেক সা'দ আছেন, বরং ষাট-সত্তর জনের মতো সা'দ আছেন। আমি যে সা'দের উল্লেখ করেছি তার পুরো নাম ছিল সা'দ বিন উবাদা। আসলে আরব লোকজনের মাঝে নাম অনেক কম হতো আর সাধারণত একেকটি গ্রামে একই নামের বহু লোক থাকত। যখন কারো উল্লেখ করতে হতো, তখন তার পিতার নামে তার উল্লেখ করা হতো। যেমন- কেবল সা'দ বা সাঈদ বলা হতো না বরং সা'দ বিন উবাদা অথবা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বলা হতো। পিতার নামে না চেনা গেলে, সেক্ষেত্রে তার স্থায়ী ঠিকানার উল্লেখ করা হতো। আর যেখানে স্থানের উল্লেখ করলেও চেনা যেত না, সেক্ষেত্রে তার গোত্রের নাম উল্লেখ করা হতো। যেমন, এক সা'দ সম্পর্কে ইতিহাসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার নাম যেহেতু অন্যদের নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ঐতিহাসিকগণ তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, আমরা, সেই সা'দ অথবা খাযরাজি সা'দের কথা বলছি। সেই ভদ্রলোকের অর্থাৎ আপত্তিকারী বা মন্তব্যকারী ব্যক্তির কথায় মনে হয় যে, তিনি নামের ভিন্নতার বিষয়টি বুঝতে পারে নি আর এমনিতেই আপত্তি করে বসেছেন। কিন্তু এমন বিষয়সমূহ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয় না বরং অজ্ঞতার পর্দা বিদীর্ণ করে থাকে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফত এমন একটি জিনিস যার সাথে বিচ্ছিন্নতা মানুষকে কোন সম্মানের অধিকারী করতে পারে না। তিনি বলেন, এই মসজিদেই (যেখানে তিনি খুতবা প্রদান করছিলেন সেটি, সম্ভবত মসজিদে আকসা ছিল) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি (রা.) বলেছিলেন, তোমরা কি জানো প্রথম খলীফার শত্রু কে ছিল? এরপর নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তাঁর শত্রু ছিল 'ইবলিস'। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানিয়েছেন আর তাঁর শত্রু ছিল ইবলিস।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমিও খলীফা আর যে ব্যক্তি আমার শত্রু সে-ও ইবলিস। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলীফা প্রত্যাদিষ্ট হন না আবার তার প্রত্যাদিষ্ট না হওয়াও আবশ্যক নয়। হযরত আদম (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। হযরত দাঊদ (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। আর একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। এছাড়া সকল নবী প্রত্যাদিষ্টও হয়ে থাকেন আবার খোদা কর্তৃক নির্ধারিত খলীফাও হন। যেভাবে প্রতিটি মানুষই এক দৃষ্টিকোণ থেকে খলীফা ঠিক সেভাবে নবীগণও খলীফা হয়ে থাকেন। কিন্তু এমন কিছু খলীফাও হয়ে থাকেন যারা কখনোই প্রত্যাদিষ্ট হন না। যদিও আনুগত্যের দিক থেকে তাদের এবং নবীগণের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। যেভাবে নবীর আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে থাকে একইভাবে খলীফাদের আনুগত্যও আবশ্যক। তবে হ্যাঁ! এই দুই আনুগত্যের মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করার কারণ হলো তিনি ঐশী ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন, অর্থাৎ নবী ঐশী ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু খলীফার আনুগত্য এজন্য করা হয় না যে, তিনি ঐশী ওহী এবং সকল পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু, বরং এজন্য করা হয় যে, তিনি হলেন ওহীর বাস্তবায়ন ও সকল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ নবীর ওপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে সেটির বাস্তবায়নকারী এবং নবী যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা পরিচালনার কেন্দ্র বা সেন্টার হচ্ছেন খলীফা। এজন্য জ্ঞানী এবং অবহিতরা বলে থাকেন, নবীগণের 'ইসমতে কুবরা' (অর্থাৎ বড় বা মহান সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে এবং খলীফাগণের 'ইসমতে সুগরা' (অর্থাৎ ছোট বা সাধারণ সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ানে যেখানে এই খুতবা প্রদান করছিলেন] তিনি বলেন, এই মসজিদেই এবং এই মিম্বরেই, জুমুআর দিনেই আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা আমার কোন ব্যক্তিগত কাজে ত্রুটি দেখিয়ে এই আনুগত্যের বাইরে যেতে পারো না। আমার কোন ব্যক্তিগত কাজে যদি কোন ত্রুটি খুঁজে পাও তাহলে এর অর্থ এটি নয় যে, আনুগত্য করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে গেছ। এমনটি কখনোই হতে পারে না। তোমাদের ওপর খোদা তা'লা যে আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা থেকে তোমরা বের হতে পার না। কেননা আমি যে কাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি তা ভিন্ন একটি কাজ আর তা হলো নেযাম বা ব্যবস্থাপনার ঐক্য ও দৃঢ়তা। তাই আমার আনুগত্য করা জরুরী ও আবশ্যক। অতএব নবীগণ সম্পর্কে যেখানে ঐশী নীতি হলো মানবীয় দুর্বলতা ব্যতীত, যাতে তৌহীদ ও রিসালতের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা হস্তক্ষেপ করেন না আর এটি এজন্যেও যে, উম্মতের তরবিয়্যতের জন্য তা আবশ্যক হয়ে থাকে, যেমন– সিজদায়ে সাহু; এটি ভুলের ফলাফলস্বরূপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে সাহুর রীতি সম্পর্কে বাস্তবিক শিক্ষা দেওয়া। এ ধরনের ভ্রান্তি নবীরাও করতে পারেন, মহানবী (সা.)-এর দ্বারাও সংঘটিত হয়েছে আর এরপর তিনি (সা.) সিজদায়ে সাহুও করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, নবীগণের সমস্ত কর্মকাণ্ড খোদা তা'লার নিরাপত্তার গণ্ডিতে থাকে অপরদিকে খলীফাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রীতি হলো, জামা'তের উন্নতির জন্য কৃত তাদের সমস্ত কাজ খোদা তা'লার সুরক্ষার অধীনে সম্পন্ন হবে এবং তারা কখনো এমন কোন ভুল করবেন না আর যদি করেনও তাহলে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না, যা জামা'তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ইসলামের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরকারী হবে। তিনি অর্থাৎ যুগ-খলীফা

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)**

জামা'তের দৃঢ়তা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবেন সেক্ষেত্রে তার সাথে থাকবে খোদা তা'লা প্রদত্ত সুরক্ষা। আর তারা যদি কখনো ভুলও করেন তাহলে সেগুলো সংশোধনের দায়িত্ব খোদা তা'লা নিজে গ্রহণ করবেন। এককথায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত খলীফাদের সমস্ত কার্যাবলীর দায়দায়িত্ব খলীফার নয় বরং তা খোদার, আর এ কারণেই বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজে খলীফা নির্ধারণ করেন। এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি অর্থাৎ খলীফা ভুল করতে পারেন না বরং এর অর্থ হলো, হয় তাদেরই কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে খোদা তা'লা সেই ভ্রান্তির সংশোধন করে দিবেন অথবা যদি তাদের কথা বা আমল দ্বারা ভুলের সংশোধন না করিয়ে থাকেন তাহলে সেই ভুলের অশুভ ফলাফলকে বদলে দিবেন, অর্থাৎ তাহলে এর মন্দ প্রভাব প্রকাশিত হবে না।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে খলীফারা যদি কখনো এমন কোন কথা বলে বসেন যার ফলাফল বাহ্যত মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর এবং যার ফলে বাহ্যত জামা'ত সম্পর্কে এই আশঙ্কা থাকে যে, উন্নতির পরিবর্তে তা অবনতির দিকে যাবে, সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা একান্ত অদৃশ্য উপকরণের মাধ্যমে সেই ভ্রান্তির ফলাফল পরিবর্তন করে দিবেন এবং জামা'ত অধঃপতনের পরিবর্তে উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে। আর সেই সুপ্ত প্রজ্ঞাও পূর্ণ হবে যার কারণে খলীফা ভুল বা ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল, অর্থাৎ কোন ভুল হয়ে গিয়েছিল অথবা কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু নবীগণ এই উভয় বিষয়ই লাভ করে থাকেন, 'ইসমতে কুবরা' (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা)-ও এবং 'ইসমতে সুগরা' (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা)-ও; তারা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন এবং ওহী (ঐশীবাণী) ও কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু একথার অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেক খলীফা আমল বা কর্মের পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হবেন না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, কর্মের পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য ওলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবেন। সুতরাং একদিকে যেখানে এরূপ খলীফাগণ থাকতে পারেন যারা কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু এবং ব্যবস্থাপনারও কেন্দ্রবিন্দু, অন্যদিকে এমন খলীফাগণও থাকতে পারেন যারা পবিত্রতা ও নৈকট্যের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় নিম্নমানের হবেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যোগ্যতার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন; কিন্তু সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের জন্য তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক হবে, কেননা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক থেকে থাকে।

এখন 'জামা'তী রাজনীতি' কথাটা শুনে সবাই হয়ত হঠাৎ চমকে উঠেছেন। কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন–এই 'জামা'তী রাজনীতি' আবার কী? রাজনীতি শব্দটি সচরাচর আমাদের ভাষায় নেতিবাচক অর্থে করা হয়ে থাকে এবং নেতিবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কতিপয় রাজনীতিবিদ এই শব্দটিকে দুর্নাম করে রেখেছে, রাজনীতি মানেই কারসাজি করা, অন্যের ক্ষতি করা বা সঠিক কাজ না করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিধানে এর যে অর্থ রয়েছে তা হলো–ব্যবস্থাপনা পরিচালনার পদ্ধতি; সুচারুরূপে ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে রাজনীতি বলা হয়। আবার প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে কাজ করাও এর একটি অর্থ, মন্দকর্মের প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করাও এর একটি অর্থ; বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে কার্য পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সুচারুরূপে সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা– এগুলো হলো প্রকৃত রাজনীতি। এক কথায় সমস্ত ইতিবাচক কথা এই শব্দের অর্থের অন্তর্গত, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি–দুর্ভাগ্যবশত আমরা এর প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়ে রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের কারণে এবং নিজেদেরই ভ্রান্ত কার্যকলাপের কারণে এর নেতিবাচক অর্থ গ্রহণ করে থাকি। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে রাজনীতি শব্দটি ইতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করেছেন এবং আমি যে কথাগুলো উল্লেখ করেছি, সেই সমস্ত কথা অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত– এর অর্থ তা-ই।

তিনি বলেন, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক থাকে তাই খলীফাদের ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো তারা যেন ব্যবস্থাপনার দিকটিকে অগ্রগণ্য রাখেন, ব্যবস্থাপনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, একইসঙ্গে এটিও জরুরী যে, তিনি যেন ধর্মের দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকেও দৃষ্টিপটে রাখেন। খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাও আবশ্যক এবং একই সঙ্গে ধর্মের দৃঢ়তা ও একে দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও খলীফাদের জন্য আবশ্যক। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের যেখানে খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে বলেছেন যে, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ খোদা তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন এবং একে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবেন।

অতএব যে ধর্ম খলীফাগণ উপস্থাপন করেন তা খোদা তা'লার হেফাযত বা সুরক্ষায় থাকে। কিন্তু এটি 'হেফাযতে সুগরা' (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা) হয়ে থাকে। তিনি বলেন, খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা ভুল করতে পারেন এবং খলীফাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্যও থাকতে পারে, কিন্তু তা অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয় হয়ে থাকে। যেমন- কতিপয় বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল; এমনকি আজও উম্মতে মুহাম্মদীয়া উক্ত বিষয়াদিতে একই বিশ্বাস পোষণ করে না। কিন্তু এই মতপার্থক্য শুধুমাত্র ছোট-খাট বিষয়ে হয়ে থাকে, নীতিগত বিষয়ে তাদের মাঝে কখনো কোন মতভেদ থাকবে না। বরং এর বিপরীতে তাদের মধ্যে একতা থাকবে এবং তাঁরা অর্থাৎ খলীফাগণ পৃথিবীর হেদায়েতদাতা, পথপ্রদর্শনকারী এবং একে আলোদানকারী হবেন। অতএব এটি বলে দেওয়া যে, কোন ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ না করেও সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে যে মর্যাদায় বয়আত গ্রহণকারী অবস্থান করে, প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রকাশ করে যে, এমন ব্যক্তি বুঝে-ই না, বয়আত কী আর ব্যবস্থাপনাই কী জিনিস।

পরামর্শ সম্পর্কেও স্মরণ রাখতে হবে, একজন অভিজ্ঞ এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি, সে যদি ভিন্নধর্মীও হয়, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি মামলায় একজন ইংরেজ উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি নবুয়্যতের ব্যাপারেও তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। আহযাবের যুদ্ধের সময়ে মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের দেশে যুদ্ধের সময় কী করা হয়? তিনি বলেন, আমাদের দেশে পরিখা খনন করা হয়। তিনি (সা.) বলেন, এটি অতি উত্তম পরামর্শ। অতএব পরিখা খনন করা হয় আর এজন্যই একে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) রণকৌশলে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক দক্ষ ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রণকৌশলে যে দক্ষতা রাখতেন তার (অর্থাৎ সালমান ফারসীর) সেই মর্যাদা কোথায়? অথবা মহানবী (সা.) যেসব কাজ করেছেন তা হযরত সালমান ফারসী (রা.) কখন করেছেন? বরং খলীফাগণের যুগেও হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে কোন বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ বা সর্বাধিনায়ক বানানো হয় নি; অথচ তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। সুতরাং একজন অভিজ্ঞ ভিন্নধর্মী হলেও তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। অতঃপর তিনি নিজের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন ইংরেজ ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েছি; কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, খিলাফতের বিষয়েও আমি তাদের পরামর্শ নিয়েছি অথবা নিয়ে থাকি। অথবা তাদেরকে আমি সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত জ্ঞান করি যে মর্যাদায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জ্ঞান করি। সাহাবীদের পরামর্শ নেই এর অর্থ এটি নয় যে, সাহাবীদের পরামর্শ নেওয়া আর অন্যদের পরামর্শ নেওয়া সমান কথা। সাহাবীদের মর্যাদা অবশ্যই উন্নত। বরং এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, আমি চিকিৎসা বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিয়েছি। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি বা কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য পরামর্শ নিয়েছি। সুতরাং ধর, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর কাছ থেকে

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

কোন পার্থিব বিষয়ে, যাতে তিনি দক্ষতা রাখতেন, পরামর্শ নেওয়া যদি সাব্যস্তও হয়; তবুও এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তিনি পরামর্শে অংশ নিতেন। কিন্তু তার সম্পর্কে এরূপ কোন সঠিক হাদীস নেই যাতে এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি পরামর্শ সভাগুলোতে অংশ নিতেন। বরং সামগ্রিকভাবে রেওয়ায়েত সমূহ এটিই বলে যে, তিনি মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সাহাবীদের এ ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামী কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এজন্যই তার মৃত্যুতে সাহাবীদের কথিত উক্তি আছে যে, ফিরিশতা বা জিন্নরা তাকে হত্যা করেছে– যা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সাহাবীগণ তার মৃত্যু সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতেন না। এমনিতে তো প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফিরিশতারাই মৃত্যু দিয়ে থাকে কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষভাবে একথা বলা যে, ফিরিশতা বা জিন্নরা তাকে মৃত্যু দিয়েছে– এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মতে তার মৃত্যু এমনভাবে হয়েছে যে, খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ পন্থায় তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন যেন তিনি বিভেদের কারণ না হন। অর্থাৎ তিনি যেহেতু বদরী সাহাবী ছিলেন, তাই কোন প্রকার কপটতা বা বিরোধিতা বা এরূপ কোন বিষয়ের কারণ যেন না হন যার মাধ্যমে তার সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। যাহোক, তিনি পৃথক হয়ে যান।

এ কথা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, এই সমস্ত রেওয়ায়েত এটিই সাব্যস্ত করে যে, সাহাবীদের হৃদয়ে তার প্রতি সেই সম্মান ছিল না যা তার সেই মর্যাদার নিরিখে থাকা আবশ্যক ছিল যা কোন এক সময় তিনি অর্জন করেছিলেন। অধিকন্তু সাহাবীগণ তার প্রতি সন্তুষ্টও ছিলেন না, নতুবা তারা কীভাবে এটি বলতে পারতেন যে, ফিরিশতা বা জিন্নরা তাকে হত্যা করেছে। বরং তার মৃত্যু সম্পর্কে এর চেয়েও কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আমি মুখে আনতে চাইনা।

অতএব এই ধারণা যে, খিলাফতের বয়আত করা ছাড়াও মানুষ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বীয় মর্যাদাকে অখুন্ন রাখতে পারে– এটি বাস্তব ঘটনাবলী ও ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধারণা। যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা স্বীয় অন্তরে পোষণ করে, আমি মনে করি বয়আতের মর্মের সামান্য উপলব্ধিও তার মাঝে নেই।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৬, পৃ: ৯৫-১০১, প্রদত্ত খুতবা জুমআ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫-এর চয়নকৃত অংশ)

হযরত উমর (রা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আড়াই বছর পরে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) সিরিয়ার হুরান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানির মতে, সিরিয়ার বুসরা নগরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এটি সিরিয়ার প্রথম নগরী ছিল যা মুসলমানরা জয় করেছিল। মদিনাতে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কীভাবে জানাজানি হলো, সে সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মদিনাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ তখন এসেছিল যখন দুপুরের তীব্র দাবদাহের সময় মুনাব্বে কূপ বা সাকান কূপে লম্ফঝম্প করা ছেলেদের একজন কূপ থেকে কাউকে একথা বলতে শুনে যে,

قَدْ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ   وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهْ

অর্থাৎ আমরা খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন উবাদাকে হত্যা করেছি; আমরা তাকে দুটি তির মেরেছি; আমরা তার বক্ষকে বিদীর্ণ করতে ব্যর্থ হইনি। ছেলেরা ভয় পেয়ে যায় এবং মানুষ সেই দিনটির কথা স্মরণ রাখে। এঘটনা সেদিনই ঘটে যেদিন হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর মৃত্যু হয়েছিল। সা'দ (রা.) বসে প্রস্রাব করছিলেন; এমতাবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী ১৪ হিজরীতে আর কোন কোন বর্ণনানুসারে ১৫ হিজরীতে আবার কারো কারো মতে ১৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দামেস্কের অদূরে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত মুনহিয়া নামক একটি গ্রামে হযরত সা'দ (রা.)-এর কবর অবস্থিত; এটি তাবকাতুল কুবরার উদ্ধৃতি।

(আততাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইবনে হাজার আসাকালানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৬) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪)

এরপর এখন আমি দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব, ইনাশাআল্লাহ্। প্রথমজন হলেন মুকাররম সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব যিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের সদস্য ছিলেন। গত ৮ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন,**'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** বিগত কিছুকাল যাবৎ তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তার সাথে তিনি রোগের মুকাবিলা করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ দায়িত্বাবলী উত্তমভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। অসুস্থতাকে কখনোই তিনি তার কাজে বাধ সাধতে দেন নি। তিনি উড়িষ্যার সুঙ্গড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত আহমদী-পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বড় নানা হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রহীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন আর নানা মরহুম মুকাররম মৌলভী আব্দুল আলীম সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় আলেম ও কবি ছিলেন। জন্মের সময় তাঁর পিতা নিজ শ্বশুরের কাছে নাম রাখার আবেদন করলে তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ্ সাহেবকে আমাদের ঘরে আসতে দেখেছি, তাই তার নামও সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ্ রেখে দাও। কটক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি বি.এ পাস করেন, এরপর প্রাইভেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, এরপর উড়িষ্যা হাইকোর্টে সহকারী হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে অডিট অফিসে অডিট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৫ সনে জামা'তের সেবার জন্য তিনি নিজেকে ওয়াকফ্ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৯৬ সনে তার ওপর কতক দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে ইনচার্জও নিযুক্ত করেন। তিনি ওমরা করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেন্দ্রীয় অডিটর এবং বিভিন্ন বিষয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের দায়িত্বওহযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন আর তিনি শেষ পর্যন্ত সেই অডিট কর্মকর্তা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মরহুম নয় বছর পর্যন্ত কাজা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যও ছিলেন আর মৃত্যু পর্যন্ত সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্য থাকারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল তার অতি উন্নত মানের। দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় অডিটর হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন, যেমনটি আমি বলেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, আপনি খুব ভাল কাজ করছেন, জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জাযা। নির্ভয়ে সত্য প্রকাশের আপনার রীতি আমার খুব ভালো লেগেছে। মাশাআল্লাহ্ অনেক সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ আপনার দৃষ্টিগোচর হয়। আপনি এভাবেই নিজ পরিকল্পনা অনুসারে আপনার কাজ করতে থাকুন আর কেউ এতে আপনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দিন– (সেই সময় তিনি তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্যও দোয়া করেন।)

কাদিয়ানের দ্বারুল কাযার নাযেম সাহেব বর্ণনা করেন যে, কাযা বোর্ডের সকল কর্মীর সাথে তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বোর্ডে তদন্তাধীন মামলাসমূহের যথাসম্ভব দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা করতেন। তিনি অনেক সতকর্তার সাথে মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করতেন। ন্যায়বিচার ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। সুচিন্তিত ও সঠিক মত প্রকাশ করতেন আর স্পর্শকাতর বিষয়াদিতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে নির্দেশনা যাচনা করতেন।

তাঁর জামাতা কাদিয়ানের নূর হাসপাতালের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাক্তার তারেক সাহেব বলেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা ছাড়া সময়মতো মসজিদে মোবারক-এ গিয়ে নামায আদায় করতেন। হাত-পা যখন কাঁপতে শুরু করে আর সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না, তখন অন্যদের সাহায্য নিয়ে মসজিদে যেতেন। জুমুআর নামাযে সর্বদা সময়মত গিয়ে প্রথম সারিতে বসতেন। মাগরিবের নামাযের পর থেকে ইশা পর্যন্ত মসজিদে বসে নফল, দোয়া এবং তসবীহ্ ইত্যাদি পাঠে মগ্ন থাকতেন।

কাদিয়ানের নাযেরে আলা সাহেবও লিখেছেন যে, তিনি বহুগুণাবলীর আধার ছিলেন। তিনি মিশুক, অতিথিপরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি পরম অনুগত এবং আজ্ঞাবহ ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং অন্যদেরও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তার সকল ছেলে-মেয়ে সাগ্রহে জামা'তী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর ছোট ছেলে সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেব কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট হিসেবে সেবা প্রদান করছেন। তাঁর উভয় জামাতা সৈয়্যদ তানভীর আহমদ সাহেব এবং ডাক্তার তারেক আহমদ সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী, তারা কাদিয়ানে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। অনুরূপভাবে তার ছোট জামাতা সৈয়্যদ হাসান খান সাহেবও অবসর গ্রহণের পর স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জামাতে সেবা প্রদান করছেন।

যতদিন পর্যন্ত মরহুম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব নাযেরে আলা ছিলেন সর্বদা ভদ্রতার গণ্ডির ভিতরে থেকে অডিট করেন এবং তাকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলতেন, পুরো কাদিয়ানে মিয়া সাহেবের মতো স্নেহশীল আর কেউ ছিল না। দারুল মসীহ্‌তে বসবাস করতেন। হযরত মিঞা সাহেব তাঁর অনেক খোঁজ-খবর রাখতেন। অনেক সময় তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার কথা স্মরণ করে শাহ্ সাহেব কেঁদে ফেলতেন। কাদিয়ানের দরবেশদের অগাধ সম্মান করতেন। তিনি নিজেও পরম বিনয়ের সাথে দরবেশদের মতো জীবন যাপন কাটিয়েছেন। জামেয়ার ছাত্রদের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আলেমদের অনেক সম্মান করতেন। আল্লাহ্ তালা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় যে জানাযা পড়া হবে সেটি হলো মোহতরমা শওকত গৌহর সাহেবার, যিনি রাবওয়ার ডাক্তার লতিফ আহমদ কুরাইশী সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন এবং মরহুম মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি গত ৫ জানুয়ারি রাবওয়ায় ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনিও ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন সেখানে তাঁর পিতা মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব মুরব্বি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি পিতামাতার সাথে হায়দ্রাবাদ দক্ষিণে-এ বসবাস আরম্ভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা করাচীতে স্থানান্তরিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি করাচীতেই গ্রহণ করেন। তিনি পড়াশোনায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন, সবসময় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। খুব অল্প বয়স থেকেই জামা'তের সেবার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। নাসেরাতদের সেক্রেটারি যখন হন তখন করাচীর নাসেরাতদেরকে তিনি প্রথম সারিতে নিয়ে আসেন। ১৯৬১ সনে ডাক্তার লতিফ কুরাইশি সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তিনি মেডিকেল কলেজে পড়ছিলেন। এরপর তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব)যুক্তরাজ্যে চলে আসলে স্বামীর সাথে তিনিও এখানে চলে আসেন। এখানে পড়ালেখা শেষ করার পর ডাক্তার সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে অবহিত করলে হুযূর তাকে বলেন, আপনি পাকিস্তানে আসুন। তিনি তাকে ফযলে ওমর হাসপাতালে নিযু ক্ত করেন। মরহুমাও তখন খুবই হাসিমুখে নিজের স্বামীর সাথে রাবওয়া গিয়ে কাজ করা আরম্ভ করেন আর জামা'তের অনেক কাজ করার তিনি সুযোগ পান; সেখানে তিনি লাজনার অনেক কাজ করেছেন। তাঁর সমকালীন যুগে রাবওয়ায় বসবাসকারী প্রত্যেক মেয়ে ও মহিলা তার সেবা সম্পর্কে অবহিত থাকবে।

আমার মাতা সাহেবযাদি নাসেরা বেগম সাহেবা যখন রাবওয়ার লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি তাকে মজলিসে আমেলার জেনারেল সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন। ১৫ বৎসর তিনি সেই দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। তার কাছেই তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। অতি উন্নত প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় আমেলাতেও সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর আমি তাকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারি বানিয়ে ছিলাম। ৬ বৎসর পর্যন্ত সেখানেও তিনি উন্নত মানের সেবা প্রদান করেছেন। অসুস্থতার কারণে তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দায়িত্ব ছাড়তে হয়, কিন্তু তবুও যখনই সুযোগ পেতেন কোন না কোনভাবে কাজ করতেন। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তিনি জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবা দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার সাথে কাজ করেছেন এমন প্রত্যেক নারী ও শিশু তার অনেক প্রশংসা করেন। অতিথিদের সাথে সদাচরণ, দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য, অতিথি আপ্যায়ন, চাঁদা আদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আর প্রথম সুযোগেই চাঁদা আদায় করে দেয়া- এর সবই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এই বছরও ওয়াকফে জাদীদ এর চাঁদার ঘোষণা প্রদান করার সাথে সাথেই তিনি তা পরিশোধ করে দেন অর্থাৎ তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই। ৫ তারিখে তিনি মৃত্যু বরণ করেন আর ১ তারিখে ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি চাঁদা পরিশোধ করে দেন।

ডাক্তার কুরায়শি সাহেব লিখেন, মরহুমা পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মা, উৎকৃষ্ট বোন ও উৎকৃষ্ট কন্যা হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। একটি বিষয় এখানে হয়ত যিনি লিখছেন তিনি উল্লেখ করেন নি বা ডাক্তার সাহেবও বলেন নি যে, তিনি উত্তম পুত্রবধূও ছিলেন, ভুলে হয়ত বাদ পড়েছে। তার শ্বশুর শাশুড়িও তাদের সাথেই ছিলেন, যতদিন জীবিত ছিলেন তাদের সেবা করেছেন, অসুস্থতার সময় শাশুড়ির শুশ্রুষা করেন এবং নিজের মায়ের মতো তার যত্ন নেন। মোটকথা তিনি এক আদর্শ জীবন অতিবাহিত করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দীর্ঘ অসুস্থতা ছিল তাসত্ত্বেও তিনি আগ্রহের সাথে ঘরের কাজকর্মে অংশ নিতেন এবং তা সম্পন্ন করতেন। অসুস্থতার সময় কোন অনুযোগ অভিযোগ মুখে আসে নি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রোগ সহ্য করেছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্বামী ডাক্তার লতীফ কুরায়শি সাহেব ছাড়াও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। আর দুই ছেলে ও এক মেয়ে ডাক্তার এবং আরেক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সবাই উচ্চশিক্ষিত। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে তিনি তাদেরকে পড়াশোনা করিয়েছেন। তার এক মেয়ে একবার তাকে প্রশ্ন করে যে, আপনি কখনো অলংকার পরিধান করেন না কোন, কোন ভালো পোশাক বানান না কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি যে অর্থ সাশ্রয় করি, তা তোমাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করি। আর আমি মনে করি এটাই আমার অলংকার ও উন্নত পোশাক যে, তোমরা উচ্চশিক্ষিত হবে এবং জামা'তের জন্য উপকারী সত্তায় পরিণত হবে আর একই সাথে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে।

তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন। তার সন্তানরা লিখেছে যে, তার বহু স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এক মেয়ের ভর্তির সময় তিনি বলেছিলেন আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি অমুক মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে আর সেখানেই সে ভর্তি হয়। অনুরূপভাবে তার আরো অসংখ্য সত্য স্বপ্ন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি অত্যন্ত নেক মহিলা ছিলেন এবং তার বোনদের প্রতিও অনেক যত্নবান ছিলেন।

তার ছেলে আব্দুল মালেক সাহেব লিখেছেন যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে জামা'তের সেবা করতেন। বহুবার প্রচণ্ড গরমে লাজনা অফিস থেকে দারুল উলুম পর্যন্ত তিনি পায়ে হেঁটে এসেছেন কিন্তু কখনো একবারও অভিযোগ করেন নি। ঈদের সময় সর্বদা তিনি কা ছের এবং দূরের প্রতিবেশীদের জন্য মিষ্টান্ন বানিয়ে ঘরে পাঠাতেন আর সব সময় এটি বলতেন যে, যদি আমরা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কখনো আমাদের বিনষ্ট করবেন না।

তার এক মেয়ে বলেন, বিয়ের পর যখন আমার সন্তান হয়, যারা আমেরিকায় বসবাস করে, তিনি আমাকে সর্বদা নসীহত করতেন যে, আমেরিকা ও বাহিরের দেশগুলোর সামগ্রিক মন্দ পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজ সন্তানদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। ঘরের পরিবেশ এমন বানাও যেন ঘরেই তাদের মন বসে এবং বাইরে যাওয়ার পরিবর্তে ঘরেই বেশি সময় কাটায়।

এই মেয়ে আরো বলেন, আহমদী হওয়ার কারণে একবার মেডিকেল কলেজের মেয়েরা আমার বিরোধিতা করে ও আমাকে বয়কট করে। তখন আমি আমার মাকে ফোন করি এবং কাঁদতে থাকি। তখন তিনি আমাকে অতি উত্তমভাবে নসীহত করেন এবং বলেন, এতে কান্নার কী আছে, এটিতো নবীদের সুন্নত, যার ওপর চলার সুযোগ তুমি লাভ করছ। তিনি আরো বলেন, একথা লিখে রাখ যে, আহমদীয়াতের কারণে তোমার যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে কখনো বিনষ্ট করবেন না এবং পরীক্ষায়ও তুমি সফল হবে। তিনি বলেন, আমি শুধু পরীক্ষাতে সফলই হই নি বরং সেই দুষ্ট মেয়েদের সবাই ফেল করে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। তারা যেন নেক, সালেহ (পুণ্যবান) এবং ধর্মের সেবক হয় আর খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকে ওবিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পরে তাঁদের উভয়ের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব।

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

(ভাষণের শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আরও একটি সমস্যা যা সারা বিশ্বে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, সেটি হল অভিবাসন এবং দেশান্তরিত হওয়া, বিশেষত জার্মানীতে। যদিও এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে অর্থনীতির উন্নতিকল্পে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। বার্টেলসম্যান ফাউন্ডেশন-এর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে জার্মানীতে কাজের জন্য প্রাথমিক মানবসম্পদের চাহিদা পূরণ করতে প্রতি বছর দুই লক্ষ ষাট হাজার মানুষকে সেদেশে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিবেদনটিতে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি অভিবাসন প্রক্রিয়া আরম্ভ না করা হয়, তবে ক্রমশঃ বৃদ্ধ হতে থাকা জনসংখ্যার কারণে ২০৬০ সাল পর্যন্ত জার্মানীর মানবসম্পদ এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসবে বা জনসংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ হ্রাস পাবে। কাজেই শরণার্থীদেরকে দেশের যাবতীয় সমস্যাবলীর মূল হিসেবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। বরং বাস্তবে অভিবাসন ছাড়া পাশ্চাত্যের বহু দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বস্তুত বর্তমান যুগে সমস্ত দেশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, কেননা আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করি যেখানে দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অতএব বাধা সৃষ্টি করার পরিবর্তে, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং সম্মিলিতভাবে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। দেশগুলির উচিত এই উদ্দেশ্যে যথারীতি পরিকল্পনা তৈরী করা এবং এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যে সমস্ত দেশ যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলে কাজ করে এবং স্থানীয় স্তরে অভিবাসীদেরকে সমাজে অঙ্গীভুত করতে সহায়তা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের মাঝে আলোচনায় সম্পাদিত অসংখ্য শান্তি-চুক্তি ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং তার জোটসঙ্গীরা একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরী করেছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকাবে ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই সেটিকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা একথা বলছেন যে, নতুন পরিকল্পনা অন্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। গেরার্ড আরাউড, যিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তিনি অবসর গ্রহণের পূর্বে বলেছিলেন, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়া প্রায় নিশ্চিত। কাজেই বিভিন্ন কারণে বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন হয়েছে। যেমন কিছু রাজনীতিক প্রশাসক এবং দেশের একপেশে নীতি, যেখানে সাম্যের নীতির উপর ব্যক্তি ও জাতিগত স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। এমন অবিচার কখনোই তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে না। যে সমস্ত গবেষণা ও প্রবন্ধগুলিকে আমি উদ্ধৃত করেছি, সেগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম হোক বা অন্য কোনও ধর্ম, পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য কাউকেই দায়ী করা যেতে পারে না। বরং অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিকের মত একাধিক সমস্যার ভূমিকা রয়েছে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করার মূলে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইতিহাসের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের যুগের প্রধান সমস্যা গুলির অবসানের একটিই উপায় ও পথ রয়েছে যা আমাদেরকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এই পৃথিবীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে, সেটি হল আল্লাহর রাস্তা। শক্তি ও সম্পদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং শান্তি রয়েছে খোদার সত্তায়। অতএব মানবজাতি যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে, এটিই হল যুগের প্রয়োজনীয়তা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সৃষ্টিকুলের সেরা জীব হিসেবে মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান থাকে, এটিই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়। কুরআন করীম যা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ এবং এবং ইসলামের বিধি-বিধানের আদি উৎস, আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এই গ্রন্থকে আমরা শেষ ধর্মীয় বিধান হিসেবে মান্য করি যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, পৃথিবীতে যখন সর্বত্র ভেদাভেদ এবং অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে , তখন এর মূল কারণ হয় মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া। এমন সময় পৃথিবী যখন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে, ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা দয়াপরবশ হয়ে নিজ নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যিনি মানবতাকে ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। প্রাচীনকালে নবীগণ নিজেদের জাতিকে পথ দেখাতে বিভিন্ন এলাকায় এসেছেন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.)-কে এক বিশ্বজনীন শরিয়ত-বিধান সহকারে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শুরুতেই আমি যেমনটি বলেছি, আমরা আহমদী মুসলমানেরা একথা বিশ্বাস করি যে, এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা জগতের সংশোধনের জন্য জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে একজন সংস্কারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি মানবজাতির পথ-প্রদর্শন করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালার উপর আলোকপাত করেন, যা বহুপূর্বে বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও তিনি (সা.) এজন্য এসেছিলেন যাতে মুসলমান এবং অ-মুসলিমদের সামনে এই সত্য প্রকাশ করেন যে ইসলাম একটি শান্তি, মীমাংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধুত্বের ধর্ম। তিনি একথাও প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, খোদা তা'লার অভিপ্রায় হল মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করে, নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একাধিকবার একথার উপর জোর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাঁর সৃষ্টির অধিকার সমূহ প্রদান করা হয়। কুরআন করীম এও বলেছে যে যারা সৃষ্টির অধিকার প্রদান করে না, তাদের ইবাদতসমূহ কোনও উপকারে আসে না, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলি বাতিল হিসেবে গণ্য করবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সকলকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহর ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিন যাতে যাবতীয় প্রকারের যুদ্ধ এবং বিপদ থেকে নিরাপদ থাক। তিনি এই সতর্কবাণীও দিয়েছেন যে, যদি মানুষ নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তবে তা অনেক বড় বিপদের কারণ হবে। তিনি বলেন, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা দ্বীপসমূহ বা বিশ্বের অন্য কোনও অঞ্চল কেউই নিজেদের শক্তি ও সম্পদ দ্বারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে না। অতএব, আমার আন্তরিক প্রার্থনা হল, মানুষ যেন এই পার্থিব জগত, এর আকর্ষণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনকে পরম উদ্দেশ্য বলে মনে না করে বসে, বরং নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মানুষ তার স্রষ্টা ও সঙ্গীদের প্রতি নিজেদের কর্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, যার ফলে এই পৃথিবী শান্তিপূর্ণ জান্নাতে পরিণত হবে, যা আমাদের প্রত্যেকের কাম্য। এটিই আমার প্রবল আশা ও আন্তরিক বাসনা। আমি দোয়া করি, আমরা যেন আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য এক উন্নত দৃষ্টান্ত রেখে যাই যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম শান্তিতে বসবাস করে। তারা যেন যুদ্ধকে আরও বেশি বাড়িয়ে না তোলে, ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী না হয় আর তাদের উন্নতি ও সফলতার পথ যেন রুদ্ধ না হয়। আমি এও দোয়া করি যে, যুদ্ধ ও শত্রুতার কালো মেঘ অপসারিত হোক, যা আমাদের মাথার উপর ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে এবং তার স্থানে পৃথিবীর সর্বত্র উন্মুক্ত হোক শান্তি ও উন্নতির চিরস্থায়ী নীল আকাশ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক বেশি বিলম্ব হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার মাধ্যমে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার তৌফিক দিন। আমীন। সবশেষে আমি আরও একবার আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

অ-আহমদী আরব অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

সাক্ষাতকারী দলটিতে ছিলেন রাজীনৈতিক, আরব উলেমা, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ। দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১ জন যাদের নেতা ছিলেন মহম্মদ আল জাবাশ। তিনি ইসলামী স্কলার এবং সিরিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত ইমামবর্গের অন্যতম সদস্য। বর্তমানে তিনি আবু ধাবী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন। এছাড়াও মিসর, সাউথ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, আবুধাবি এবং মাল্টায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে তিনি উপদেষ্টা এবং সদস্য হিসেবে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী আসমা কুফতার সাহেবাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত মুফতি আহিয়াদ কাফতারাও-এর কন্যা। এছাড়াও ছিলেন মহম্মদ সালামা হালাইকা, যিনি আর্দানে মিনিস্টার অফ স্টেট এবং মিনিস্টির অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ট্রেড এবং ন্যাশন্যাল ইকনোমি পদে থেকেছেন। বর্তমানে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে রয়েছেন।

এক সদস্য ছিলেন মারওয়ান ফাউরি সাহেব যিনি আর্দান-এর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। অনুরূপভাবে আমান-এর মেয়রের উপদেষ্টাও বটে।

এই দলের আর এক সদস্য হলেন আহমদ আলরোমোহ যিনি অস্ট্রিয়া থেকে এসেছিলেন। তিনি ইসলামিক স্কলার এবং মিডল ইস্ট স্টাডি ডাইরেক্টর।

মহম্মদ নাফিশা নামে আর এক বন্ধু সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। যিনি একজন ইসলামিক স্কলার।

ওলীদ ফালিয়ন সাহেব জার্মানীতে বাস করেন। তিনি সিরিয়ার রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পদে ছিলেন।

সুলেমান আল মাহমুদ সাহেব অস্ট্রিয়া থেকে এসেছিলেন। ইনিও একজনও ইসলামিক স্কলার। মহম্মদ যাহেদ গুল তুরস্ক থেকে এসেছিলেন, যিনি পেশায় সাংবাদিক এবং একটি তুর্কি সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদক পদে রয়েছেন। বিভিন্ন আরব চ্যানেলে আরাবিক মুখপাত্র হিসেবেও তাঁকে দেখা যায়।

আর এক অতিথি ছিলেন ডক্টর হিশাম সাহেব যিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ইউনিভর্সিটিতে হিউম্যান রাইটস কমিটির সদর।

জার্মানী থেকে একজন আরব ডক্টর আবেদ আল সালাম যাহী এসেছিলেন, যিনি একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।

দলের সদস্যগণ একে একে নিজেদের পরিচয় দান করেন এবং হুযুর আনোয়ারের সামনে একথা ব্যক্ত করেন যে, জামাত আহমদীয়া এবং তাদের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে তারা উচ্ছ্বসিত। অনেক বিষয় স্বচক্ষে দেখে বহু বিভ্রান্তি দূরীভূত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে জামাতের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। দলের বিভিন্ন সদস্যের সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

দলের বিভিন্ন সদস্য অ-মুসলিমদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার -এর ভাষণের প্রশংসা করে বলেন, এই ভাষণে আমাদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। দলের সদস্যরা বলেন, কিছু ইসলামিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়াকে বয়কট করায় আমরা মর্মাহত, যার প্রেক্ষিতে আহমদীদের উপর কুফরের ফতোয়া জারি হয়েছে। এ বিষয়ে তারা নিজেদের বিধানসম্মত ও নৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রস্তাব দেন যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের সঙ্গে অন্যান্য ইসলামিক ফির্কার সদস্যদের সাক্ষাত হোক, যার উদ্দেশ্য হবে কুফরের ফতোয়া প্রত্যাহার করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন যুগের সূচনা করা। এই উদ্দেশ্যে আহলে সুন্নত জামাত -এর কিছু উলেমা এবং জামাত আহমদীয়ার উলেমার মাঝে আলোচনার ব্যবস্থা হোক যার পর এমন এক যৌথ বিবৃতিতে পৌঁছতে হবে যা উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং অভিন্ন মূল ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে ঐক্যমত গড়ে উঠুক। এছাড়াও এও প্রস্তাব রয়েছে যে, এই সম্মেলন আমান, কায়রো কিম্বা ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হোক।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা কি শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষদেরও এর মধ্যে রেখেছেন। দলের নেতা উত্তর দেন, না'। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করুন। আরও অনেক ফির্কার রয়েছে, তাদেরকেও সামিল করুন। সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দ্বিতীয় বিষয়টি হল, আপনারা যে উলেমাদের দিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন, সেটি যদি মোনাযারা (বিতর্কসভা) হয়, তবে সাফল্য পাওয়া কঠিন। তবে যদি প্রত্যেক ফির্কাকে নিজের নিজের মতবাদ তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হয় এবং অপরের সমালোচনা করার বা তাদের সঙ্গে বিতর্ক করা যদি উদ্দেশ্য না থাকে তবে ভাল কথা। মোনাযারা বা বিতর্ক সভা হলে কোনও লাভ হবে না। আহমদীয়াত কি বিষয় যদি জানতে চান তবে ভাল কথা।

এর উত্তরে দলের প্রতিনিধিরা বলেন, আমাদের উদ্দেশ্যই হল প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে ব্যক্তি কলেমা তয়য়েবা পাঠ করে বা নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, তাকে কাফের বলার অধিকার অন্য কারো থাকা উচিত নয়। আপনাদের প্রচেষ্টা যেন এই বিষয়টিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন: تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ভিন্নধর্মাবলম্বীদেরকে এই বার্তা দিচ্ছেন যে, এস আমরা এ বিষয়ের উপর ঐক্যমত হই যে, আমাদের খোদা এক। কাজেই মুসলমানেরা কেন ঐক্যমত হতে পারে না, যখন কিনা আমাদের সকলের খোদা এক, নবী এক আরও কুরআন এক?

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

হুযুর বলেন: আপনাদের চিন্তাধারা এবং আবেগ-অনুভূতি দেখে আমি খুশি। কিন্তু কাজটি খুবই কঠিন। আপনাকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে। আরব মুসলমান ফির্কাগুলিকে একত্রিত করতে হলে রাজনৈতিক মর্যাদা থাকতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা রয়েছে,কিন্তু সকলে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সংঘবদ্ধ নয়। প্রত্যেকের কলেমা এক, নবী এক, কুরআনও এক, কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেকে দাবি করে, আমাদের কুরআন নাকি আলাদা। এমনটি মোটেই নয়। কুরআন এক ও অভিন্ন।

হুযুর বলেন: বিশ্বে আমরাই একমাত্র সম্প্রদায় যারা কুরআন করীমকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছে। আর এসব কিছু প্রকাশিত। আমাদের ধর্মবিশ্বাস সর্বজনবিদিত, কোনও কিছু গোপন নেই। কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যায় তারতম্য রয়েছে। আপনাদের ও আমাদের ব্যাখ্যায় পার্থক্য রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে যে আইনে আমাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানে লেখা আছে, " For the purpose of law and constitution you are not Muslim" অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা ও সংবিধানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আপনাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হল। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে না, বরং আইন ও সংবিধানের কারণে তারা আমাদেরকে অমুসলিম মনে করে।

দলের সদস্যরা আবেদন জানান যে, হুযুর আনোয়ার নিজের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নির্ধারণ করুন যাঁর সঙ্গে বসে আমরা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আলোচনা করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি জাতি-ঐক্য না গড়ে ওঠে, তবে আপনি যা-ই করুন কোনও লাভ হবে না। এছাড়া আপনাদের যে প্রস্তাবনা ও কর্মসূচি রয়েছে, সেটি আমাকে লিখে পাঠান। আমি বলে দিব কি করণীয় এবং কোন্ কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

এক সদস্য বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণে আল-কুদুস-এ বিষয়ে কোনও কথা উল্লেখ করা হয় নি। সেখানে ফিলিস্তিনীদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরাই সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনীদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলাম। চৌধরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) তাদের মোকাদ্দমা লড়েছিলেন। আসলে মুসলমানেরা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ নয়। অন্য দেশের সাহায্যকে নিজের মুসলমান দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে। এরা যখন পরাশক্তিগুলির কাছে সাহায্য নেয় , তখন তারা এদেরকে নিজেদের শর্ত মানতে বাধ্য করে। মুসলমানদের কোনও সম্মিলিত শক্তি নেই। আমরা আফ্রিকায় আপনাদের সাহায্য করতে পারি, আপনাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি। সেখানে আমরা মেডিকেল ক্যাম্প-এর আয়োজন করে থাকি। অনুরূপভাবে শিক্ষা-বিভাগ, সৌর-শক্তি, পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদির পাশাপাশি কিছু গ্রামকে নির্বাচন করে সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করছি। এছাড়াও আরও অন্যান্য প্রকল্প ও কাজ অব্যাহত রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সব সময় খোলামেলা, আপনারা এমন খোলামেলা হলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই।

দলের এক সদস্যা বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষণ অসাধারণ ছিল। এর দ্বারা তিনি পুরুষ ও মহিলা, উভয়ের সমান শিক্ষা ও প্রতিপালনের কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ভিত্তিতে আমি আশা করি, আগামি বছর মহিলাদেরকে পুরুষদের সামনে ভাষণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মহিলাদের ভাষণ মহিলাদের সামনে হয়। আমরা কুরআন ও সুন্নত অনুসারে মহিলাদের অধিকারের কথা উল্লেখ করে থাকি এবং তা কর্মযোগে প্রয়োগ করি। সাহাবাদেরকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর অর্ধেক ধর্ম শেখানোর বিষয়ে যদি আপনি বোঝাতে চেয়েছেন, তবে জেনে রাখা ভাল, তিনি পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁদেরকে অর্ধেক ধর্ম শিখিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

জার্জিয়া থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

অভ্যাগতদের সঙ্গে দেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের দেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। আপনারা পর্যটনের উন্নয়ন করছেন না কেন? এতে আনপনাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত হবে।

জার্জিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলা বলেন, হুযুর আনোয়ার জলসায় যখন অমুসলিম ও অ-আহমদী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন সংসদ সদস্য সার্জিয়ো রাথিয়ানি ভাষণ চলাকালীন আমাকে বার বার ইঙ্গিতে বলছিলেন, কত উৎকৃষ্ট মানের ভাষণ। খলীফাতুল মসীহ টু দা পয়েন্ট কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এমন ভাষণ খুব কম শোনা যায়।

সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার যখন জার্জিয়া সম্পর্কে কথা বলছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বলছিলেন, আমাদের ছোট্ট দেশ জার্জিয়া সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ কত বেশি জানেন।

আরব অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সাক্ষাতের জন্য মোট ৩৫০জন অতিথি এসেছিলেন, যাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে হুযুর আনোয়ার-এর নিকট দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের প্রতি কৃপা করুন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি জলসার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমি দোয়া করি মানুষ দলে দলে আহমদীয়াতে প্রবেশ করুক। আমার মেয়ে কাসিদা মুখস্ত করেছে, সে শোনাতে চায়। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, দুটি পঙক্তি শোনাও।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি গত বছর থেকে একটি আমানত সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। আমার বোন হুযুর আনোয়ারকে সালাম পৌঁছে দিতে বলেছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'। তিনি বলেন, আমার উচ্চরক্ত চাপ রয়েছে। হুযুর বলেন, সকালে উঠে দুই মাইল দৌড় করুন আর দুই গ্লাস পানিও খান। ভদ্রলোক বলেন, কাল ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন আমার ব্লাড সুগারও রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, পানি খেলে সুগারেও আরাম পাওয়া যাবে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, দুই মাস পূর্বে আমি বয়আত করেছি। পরিবারের লোকজনকে কাউকে এখনও জানায় নি। আমি স্বপ্নে দেখছি, আমার মা আমাকে বলছেন, আমরা পরিবারের সকলে বয়আত করেছি। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে একটু একটু করে প্রজ্ঞাসহকারে বলুন। এম.টি.এর সঙ্গে যুক্ত করুন আর আহমদীয়াত কি সে সম্পর্কে বলুন। এটি আহমদীদের চ্যানেল, নিয়মিত দেখুন। এর মাধ্যমে তারা আহমদীয়াত সম্পর্কে একটু একটু করে জানবে এবং ক্রমশ আকৃষ্ট হবে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের এলাকায় যদি আহমদীরা একত্রে থাকে, তবে সকলে মিলে বাড়িতে নামায পড়তে পারেন, কিম্বা এমন কোনও স্থানে যেখানে নামাযের ব্যবস্থা হতে পারে।

সিরিয়ান বংশোদ্ভূত এক যুবক যিনি বর্তমানে নরওয়ের বাসিন্দা, তিনি বলেন, আমি তিন বার স্বপ্নে আমি দেখেছি হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছি। হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময় আপনার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। অতঃপর তিনি বলেন, যাওয়ার সময় দেখব।

আরবদের জন্য এম.টি.এ আরাবিয়া-৩ -এর ব্যবস্থা করায় এক বন্ধু হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এম.টি.এ দেখেন। ভদ্রলোক বলেন, আহমদী হওয়ার পূর্বে আমি দিনরাত এম.টি.এ দেখতাম। একারণে আমার ঘুমও পূর্ণ হত না। এম.টি.এ দেখার জন্য নামাযও তাড়াহুড়ো করে পড়তাম।

ইয়েমেন থেকে আগত এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ারকে বলেন, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিষয়ে আপনি বলছিলেন। ইসলাম এই যুদ্ধের পর প্রসার লাভ করবে নাকি পূর্বে? আসল কথা হল, জামাত আহমদীয়া ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর অবগত হওয়া দরকার, যাতে যুদ্ধ-পরিস্থিতির উদ্ভব হলে মানুষের যেন মনে পড়ে যে কেউ সঠিক রাস্তার দিকে আহ্বান করছিল। আর যারা খোদা তা'লার অধিকার সমূহ প্রদান করে না, তারা অবশ্যই এই যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে। আপনি যখন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করবেন, তখন বিশ্ববাসীও জেনে যাবে যে ইসলাম মোল্লারা উপস্থাপন করছে বা বিভিন্ন সম্প্রদায় করে থাকে তা সঠিক নয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে বসবাসীকারী সমস্ত মুসলমানদের এক ধর্মের উপর একত্রিত কর।' কাজেই তারা একত্রিত হলে তবেই রক্ষা পাবে। হুযুর আনোয়ার মসীহ মওউদ (আ.)-একটি পঙক্তি উপস্থাপন করেন-

'আগ হ্যায় পার আগ সে সব বাচায়ে জায়েঙ্গে, জো কে রাখতে হ্যাঁ যুল আজায়েব সে পেয়ার।'

অর্থাৎ, আগুন, কিন্তু আগুন থেকে সকলকে পরিত্রাণ করা হবে, যারা মহাবিস্ময়ের অধিকারী খোদাকে ভালবাসে।'

আহমদীদের কাজ হল ইসলামের প্রকৃত বাণী জগতের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে সতর্ক করা যে শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করা এবং তাঁর হাতে বয়আত করা, যাঁকে খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে প্রেরণ করেছেন, তাঁর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

কয়েকজন অতিথির প্রতিক্রিয়া

সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত লায়লা সাহেবা বলেন: 'আমি একটি সংগঠনের হয়ে কাজ করি, যারা শান্তির বিকাশের জন্য কাজ করছে। আজ আমি খলীফার বক্তব্যের প্রতিটি শব্দে কেবল শান্তি উপলব্ধি করেছি। তাঁর প্রতিটি শব্দে ছিল সহনশীলতা ও মানবতার মূল্যবোধের পাঠ। আপনি যদি শান্তি, সহনশীলতা ও মানবতাকে পরস্পর মিলিয়ে দেন, তবে তা এক সুন্দর সমাজের রূপ নেয়। খলীফার সত্তা অত্যন্ত পুণ্যবান। কেউ আহমদী না হলেও সে অন্তরে অনুভব করবে যে তিনি খোদার পক্ষ থেকে। তিনি যা কিছু বলেন, সবই আমাদের কল্যাণের জন্য। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সত্যকে তুলে ধরেন। সব থেকে বেশি যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হল, তিনি সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করার পর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির সমাধান উপস্থাপন করে বলেছেন, সেই সব সমস্যার সমাধান খোদাকে চেনার মাঝে নিহিত। তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম কোনও সমস্যা নয়, বরং যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধানসূত্র। আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি আর এই সময়টুকু কখনও ভুলব না।

সুইজারল্যান্ড থেকে প্রফেসর হাশিম নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: অন্যরা যখন নিজেদের গোপন অভিসন্ধি পুরণের জন্য বিবাদে লিপ্ত, সেখানে খলীফা মানুষকে মানবতার দিকে আহ্বান করছেন, শান্তির জন্য জিহাদ করছেন। তাঁর পন্থা হল ভালবাসা। আজ তাঁর বক্তব্য মানবতার প্রতি ভালবাসার বিষয়ে ছিল। তিনি বলেছেন, খোদার অভিপ্রায় হল মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য পাঠান নি, বরং তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পরস্পরের সঙ্গে শ্রদ্ধা বিনিময় করতে। খলীফা একথাও বলেছেন যে পশ্চিমা সভ্যতার জন্য ইসলাম কোনও বিপদ নয়, বরং বাস্তবে মুসলমানরা প্রকৃত ইসলাম অনুশীলন করেই পশ্চিমি সমাজে সমন্বিত হতে পারে। আপনারা নিজে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একথা প্রমাণ করছেন। কেননা, আপনাদের জামাত দারুণভাবে এখানে সমন্বিত হচ্ছে। সব শেষে আমি বলতে চাই যে, আমি খলীফাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসি। তাঁকে এবং তাঁর নেতৃত্বে থাকা জামাতকে ভালবাসতে গেলে আমার আহমদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। বক্তব্যের শেষে খলীফার সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই মুহূর্তটি আমার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে। ক্রমশ...)

১ম পাতার শেষাংশ....

বলতে কেবল বিনম্রতা প্রদর্শনকেই বোঝায় না। সৃষ্টি (খালক)এবং নৈতিকতা ('খুলক') দুটি ভিন্ন ভিন্ন আরবী শব্দ, যা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। 'খালক' শব্দটি বাহ্যিক সৃষ্টিকে নির্দেশ করে। যেমন কান, নাক চোখ, কেশ ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়া। অপরদিকে 'খুলক' বলতে আধ্যাত্মিক জন্মকে বোঝায়। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ যেগুলি মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়, সেগুলি সবই 'খুলক'-এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও 'খুলক'-এর অন্তর্ভক্ত। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২-১১৪, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্থ এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 20 Feb , 2020 Issue No.8

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার শেষাংশ

হওয়াও একান্ত জরুরী। এটা আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন যা খেলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং জামাতে একত্ববোধ সৃষ্টি করার অনেক বড় মাধ্যম।"

(বার্তা লাজনা ইমাইল্লাহ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারতের ইজতেমা ২০০৮)

হুজুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

"...........প্রত্যেক আহমদী পরিবারকে এটা আবশ্যিক করে নেওয়া উচিত যে, পরিবারের সমস্ত সদস্য একত্রিত হয়ে কম করে সপ্তাহে একদিন এম. টি. এ.-তে খোতবা জুমা শুনুন। এছাড়া প্রত্যেকে কম করে এক ঘন্টা এম. টি. এ এর অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখুন। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'লা আমাদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানমূলক ওয়েব সাইটও দান করেছেন। এর থেকেও লাভবান হন এবং নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। যে সমস্ত পরিবারে এর প্রতি আমল হচ্ছে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাদের পরিবারে বাচ্চারাও বড় ধর্মীয় জ্ঞান হাসিল করছেন। সুতরাং আপনাদের মধ্যে এদিক থেকে যারা এখনও অলস রয়েছেন তারা তাদের অলসতা দূর করুন। এই সমস্ত মাধ্যম সমূহকে ব্যবহার করার ফলে ইনশা আল্লাহ্ শয়তান হতে দূরত্ব সৃষ্টি হবে।"

(বার্তা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারতের ইজতেমা ২০০৮)

তরবিয়্যতের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সত্যতার প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকা। সত্যতা এমন একটি বুনিয়াদী বিষয় যে, যদি মানুষ এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে সমস্ত নোংরামী দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল যে, আমরা নিজেরাও সত্য কথা বলি এবং নিজেদের সন্তানদেরও নির্দেশ দিতে থাকি। কেননা, একটা শিশু একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তাই শিখে থাকে যা তার মায়ের আমল হয়ে থাকে। এজন্য মজার ছলেও কখনও মিথ্যা বলা উচিত নয়।

আল্লাহা'লা কোন মজীদের মধ্যে বলেন : -

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

(সূরা হজ্ব : ৩১)

অর্থাৎ- সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতাকে পরিহার কর এবং মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাক।

"কোরান শরীফ মিথ্যাকে এক অপবিত্র ও ঘৃণ্য পরিগণিত করেছেন।"

হুজুর আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

"তোমরা সর্বদা সত্য উচ্চারণকারী হও। এমন কখনও যেন না হয় যে, তোমরা তোমাদের স্বার্থ লাভের জন্য সত্য থেকে দূরে সরে পড়। যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে তোমরা নিজ দাবিতে সত্য নও। ....স্মরণে রেখো যে, যদি পিতা-মাতার মাঝে মিথ্যা বলার অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে বাচ্চাদের মাঝেও সেই অভ্যাস অজান্তেই সৃষ্টি হতেই থাকবে। সুতরাং যখন এই নোংরা ছোঁয়া লেগে যায় তখন অন্যান্য নেকী সমূহকেও নিঃশেষ করে দেয়। সুতরাং সত্যতার উচ্চ মান প্রতিস্থাপন করুন। বরং 'কওলে সদীদ' বা সরল ও সত্যকে আঁকড়ে ধরুন। অর্থাৎ এমন মানের সত্য কথা বলুন যে, কোন একটি শব্দ ও আপনার মুখ থেকে এমন না বের হয় যে, যার থেকে অনেক অর্থ বের করা যেতে পারে।"

(জলসা সালানা কানাডা ২০০৪)

তিনি আহমদী নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন : "সুতরাং প্রত্যেক আহমদীকে মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ করা উচিত। নিজেকে এতটা সততা পরায়ন বানিয়ে নিন যে, আপনার পরিবেশ আপনার প্রতি কখনোও আঙুল উঠাতে না পারে যে, এই মহিলা অমুক সময়ে অমুক যে কথাটি বলেছিল তাতে এই বিষয়টি মিথ্যা ছিল। আপনার প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যেক বাক্য সততাপূর্ণ হওয়া উচিত। একজন আহমদী নারীকে সততার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যাওয়া উচিত। আপনাদের সততার এমন ছাপ প্রত্যেকের উপর পড়া উচিত যে, প্রত্যেক মানুষ চোখ বন্ধ করে, নিশ্চিন্তে আপনার প্রত্যেক কথাকে বিশ্বাস করে। আপনি যখন এই মানে উপনীত হবেন, জামাতে আহমদীয়ার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সততার মানও তখন এত উচ্চ মানের হয়ে যাবে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ করতে পারবে না।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা জার্মানি ২০০৫)

বর্তমান সময় হচ্ছে পার্থিব বাদীতার সময়। শয়তান নিজের পূর্ণ শক্তি সহকারে আক্রমণ শানাচ্ছে। অনেক নোংরামী ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অতি সাধারণ হয়ে গেছে। যুব সমাজ নিজ মূল্যবান সময় সেই সমস্ত অসৎ চরিত্রের মাঝে নষ্ট করছে। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আমরা নিজেরাও এবং নিজেদের সন্তানদেরও এই সমস্ত নোংরামী হতে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করি। বর্তমান সময়ের অশালিনতা সমূহকে প্রচার মাধ্যমে দেখে তার জলে যেন না ফাঁসি।

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ) বলেন, - "ঘরে টি. ভি-র মাধ্যমে এমন এমন অশালীন ও অসভ্য সিনেমা দেখানো হয় যা মানুষকে নোংরামীর দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষভাবে যুবক-যুবতীরা অনেক আহমদী পরিবারেও এই ধরনের নোংরামীর মধ্যে জড়িয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে তো উন্মুক্ত চিন্তা-ধারার নাম করে এ-ধরনের সিনেমা গুলো দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর অনেক দুর্ভাগ্যবান পরিবার বাস্তবিক ভাবে এই সমস্ত নোংরামির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তাই এটাও এক ধরনের ব্যাভিচার, এটা মস্তিষ্ক ও চোখের ব্যাভিচার হয়ে থাকে। আর এটা বৃদ্ধি পেতে পেতে বাস্তব নোংরামিতে জড়িয়ে দেয়। পিতা-মাতা প্রথম দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকে তখন আফসোস করে এবং কাঁদে যে, হায় আমাদের সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে।................(মোট কথা) অশালীন প্রোগ্রামের সময় বাচ্চাদেরকে টিভির সামনে বসতে দিবেন না এবং ইন্টারনেটেও দৃষ্টি রাখুন।" *(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৩ ইপ্রল ২০১০)*

হুজুর আহমদী নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, - "এই সব আবিষ্কার সমূহের ব্যবহার শুধুমাত্র এতটুকুই করুন যতটুকু আপনার জ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। অথবা লঘু বিনোদনের জন্য। সেই সমস্ত টিভি চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক যুবক-যুবতী এমন ফ্যাসান করা শুরু করে যা মানুষকে নির্লজ্জতায় বাধ্য করে। সেই ফ্যাশনটাকে বেছে নিন যা লজ্জাশীলতার গন্ডির ভেতর। বিশেষ ভাবে মেয়েরা এমন ফ্যাশন করুন যা লজ্জাশীলতার গন্ডির ভেতরে থেকে হতে পারে। যা তাদের অন্যদেরর থেকে পৃথক করে দেয়। তাদের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জীবন ধারাকে অবলম্বন করুন যা আমাদেরকে খোদা এবং তাঁর রসূল (সাঃ) আদেশ দিয়েছেন।"

(বার্তা বাৎসরিক ইজতেমা লাজনা ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারত ২০০৬)

হুজুর জামাতি ব্যবস্থাপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,- "..................আনসারুল্লাহ, লাজনা ইমাইল্লাহ এবং খুদ্দামুল আহমদীয়া এই অঙ্গসংগঠন গুলি নিজ নিজ সংগঠনের মাধ্যমে এই সমস্ত নোংরামি হতে সুরক্ষিত থাকার প্রোগ্রাম তৈরী করুন। যুবক-যুবতীদের জামাতি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করুন যে, ধর্মকে যেন তারা প্রাধান্য দেয়।"

তিনি আবার বলেন যে, - "লাজনাদের পদাধিকারীরা স্মরণ রাখুন যে, নাসেরাত

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir